30

আজকের কাগজ

তারিখ 14 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট কেলেংকারি

বহু মার্কসীট সার্টিফিকেট বাতিলের পথে

চ.বি. প্রতিবেদক ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঞ্চল্যকর সার্টিফিকেট কেলেংকারির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। জাল সার্টিফিকেট ও মার্কসীটধারী ৪ ছাত্রের মূল মার্কসীট ও সার্টিফিকেট ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে। আরো শ' শ' মার্কসীট ও সার্টিফিকেট বাতিল হওয়ার পথে। যদিও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারিরা এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জি.এম লতিফ খানসহ ৪ জনকে চাকরিচ্যুত করার পর ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) আহমদুল হক চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দেয়া হয়। গত বছরের প্রথমদিকে সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের আমলে মার্কসীট সার্টিফিকেট ইস্যু ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অসংখ্য অনিয়ম ও গরমিল ধরা পড়ে। প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু জাল মার্কসীট ও সার্টিফিকেট আটক করা হয়। এই ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং গত ১০ বছরের পরীক্ষার ফলাফল তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৩ শতাধিক ভুয়া মার্কসীট ও সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের সবার পরীক্ষার ফলাফল ও সার্টিফিকেট বাতিল হবে। বিগত সিন্ডিকেটে ৪ জনের সার্টিফিকেট ও মার্কসীট বাতিল করা হয়েছে। তারা হচ্ছে– ১৯৯০ সালের ৩য় বর্ষের গণিত বিভাগের অনার্স পরীক্ষার্থী মমতাজ পারভীন (রোল ৮৭/১৬২৫), একই সালের ৩য় বর্ষের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের পরীক্ষার্থী মোঃ কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া (রোল ৮৭/১৭৩৫), রসায়ন বিভাগের ১৯৯১ সালের ৩য় বর্ষ অনার্স পরীক্ষার্থী মোঃ নুরুল আমিন চৌধুরী (রোল ৮৯/১৭৩৫) এবং সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের ১৯৯০ সালের ৩য় বর্ষের পরীক্ষার্থী মোঃ ছানা উল্লাহ (রোল ৮৭/১৭৯৮)। অভিযুক্তদের সবার মূল মার্কসীট ও সার্টিফিকেটের সঙ্গে টেবুলেশন সীটের কোনো মিল নেই। এ সকল ভুয়া মার্কসীটে বর্তমান উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোফাখ্ খাইরুল ইসলাম, খুরশিদ আলম চৌধুরী, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বজল হক প্রমুখের স্বাক্ষর রয়েছে। চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয়ে তারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অপসারণ দাবি করছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, কেলেংকারির ঘটনা পুংখানুপুংখরূপে তদন্ত শুরু হওয়াই এই উত্তেজনার কারণ।